দামুড়হুদায় আশ্রয়ন প্রকল্পের ঘর গ্রহীতাদের মাঝে ঈদ উপহার বিতরণ

দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের দর্শনা রেলগেইট আশ্রয়ন-২ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত গৃহের বরাদ্দ গ্রহীতাদের মাঝে চুয়াডাঙ্গা ০২ আসনের সাংসদ সদস্য হাজী মোঃ আলী আজগার টগর এর উদ্যোগে প্রধানমন্ত্রীর শেখ হাসিনার ঈদ উপহার হিসেবে ১৩৮ টি পরিবারের মাঝে ঈদ উপহার বিতরণ করা হয়েছে।

গতকাল বেলা ১১টার সময় হাউলী ইউনিয়নের দর্শনা রেলগেইট আশ্রয়নে প্রতিটি পরিবারের মাঝে ঈদ উপহার সামগ্রী ৫ কেজি চাল, ১ কেজি ডাল, ১ লিটার সয়াবিন তেল, ২ কেজি আলু, ১ কেজি পেঁয়াজ, ১ কেজি চিনি, ১ প্যাকেট সেমাই, ১ পিচ লুঙ্গি ও ১ পিচ শাড়ি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে নিজ হাতে বিতরণ করেন চুয়াডাঙ্গা ০২ আসনের সাংসদ সদস্য হাজী মোঃ আলী আজগার টগর।

এসময় তিনি বলেন বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এদেশের সব শ্রেণির মানুষদের নিয়ে ভাবেন। যাদের কোন সহায় সম্বল নেই, জায়গা জমি নেই, ভিটে মাটি কিছু নেই তাদেরকে জমি দিয়েছেন ঘর দিয়েছেন। তাদের মুখে হাসি ফুটিয়েছেন। এখন এই দামুড়হুদা উপজেলায় কোন গৃহহীন নেই। এসব শুধু জননেত্রী শেখ হাসিনা’র সরকারের আমলেই সম্ভব।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার ইউএনও রোকসানা মিতা’র সভাপতিত্বে এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু, উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি সজল কুমার দাস, জুড়ানপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলী, দর্শনা পৌরসভার নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান আতিয়ার রহমান হাবু, হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিন। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শফিউল কবির ইউসুফ, ইউপি সদস্য রিকাত আলী প্রমূখ।

ঝিনাইদহে আশ্রায়ন-২ প্রকল্পের ঘর পাচ্ছেন ফ্লাট বাড়ির স্বচ্ছল পরিবার

ঝিনাইদহের জমি আছে ঘর নাই এই প্রকল্পের আওতায় বাড়ি পেতে যাচ্ছেন হলিধানী ইউনিয়নে ফ্লাট বাড়ি ও মাঠে ৩বিঘার জমির মালিক হাবিবুর রহমানের পরিবার।

কোন প্রকল্পের, কার আবেদনে, কার সুপারিশে এই ঘর পাচ্ছেন তা জানে না এলাকার প্রতিনিধিসহ এলাকাসী।

সদর উপজেলার ৪নং হলিধানী ইউনিয়নের রতনপুর গ্রামের ইছাহাক আলীর বড় ছেলে হাবিবুর রহমান। তার পিতার রয়েছে চার রুমের ফ্লাট বাড়ি। তার পরেও দুর্যোগপূর্ণ আশ্রায়ন প্রকল্পের ঘর পেতে যাচ্ছেন তিনি। এবিষয়ে জনমনে ব্যাপক কৌতুহল সৃষ্ঠি হয়েছে।

ঘটনার সরেজমিনে গিয়ে দেখাযায়, ইছাহাক আলীর ছেলে হাবিবুর চারবছর আগে বিবাহ করে কুমড়াবাড়ীয়া ইউনিয়নে শ্বশুরবাড়িতে বসবাস করে আসছে। ঘর পাবার কথা শুনে পনেরদিন আগে শালিয়া মৌজার ১০৬৬ নাম্বার দাগের বারশতক জমির উপর একচালা টুকরি ঘর নির্মান করেছে। যেখানে কাওকে বসবাস করতে দেখা যায়নি।

এবিষয়ে একই গ্রামের রবিউল ইসলাম (রবি) জানান, ইছাহাক আলীর একটি ফ্লাটবাড়িসহ প্রায় তিন বিঘা জমি আছে এবং সে পারিবারিক ভাবে স্বচ্ছল। তার এই ঘর পাবার কথা শুনে আমরা হতভম্ব হয়ে গেছি।

গ্রামে অনেক দুস্থ ও অসহায় পরিবার আছে। তাদেরও ঘরের তালিকা পাঠানো হয়েছে উপজেলা ইউএনও অফিসে, সেই তালিকা থেকেও কোন দুস্থ ও গরীবের নাম আসেনি। সে কিভাবে ঘর পেলো আমরা বলতে পারবো না। শুধু এতটুকু বলতে পারি তাদের মত স্বচ্ছল পরিবারের ঘর পাওয়া কাম্য নয়।

হাবিবুরের পিতা ইছাহাক আলী জানান, তার ছেলে দীর্ঘদিন যাবৎ

শশুরবাড়িতে থাকতো। সেখান থেকেই তার শশুরের মাধ্যমে উপজেলা অফিসে যোগাযোগ করে এই বাড়ির অনুমোদন পেয়েছে।

এবিষয়ে হাবিবুর জানান, আমি শশুরের সাথে গভীর নলকুপ স্থাপনের কাজ করি। আমার শশুর ঝিনাইদহ সদর উপজেলা অফিসের অফিসারদের সাথে যোগাযোগ করে পাঁচ হাজার টাকার বিনিময়ে এই ঘরের অনুমোদন করিয়ে দেয়।

হলিধানী ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জানান, এই ঘর কোথা থেকে কিভাবে পেলো আমি এর কিছুই জানি না। আমরা ইউনিয়নের যে গরীব ও দুস্থদের ঘরের তালিকা দিয়েছি সেই তালিকাতেও তার কোন নাম নেয়।

এবিষয়ে ঝিনাইদহ সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার জানান, আমি যোগদানের পর থেকে কোন প্রকল্পের ঘরের কাজ এখনো শুরু হয়নি। এই ঘরটি কিভাবে অনুমোদন পেয়েছে আমি বিষয়টি দেখছি।

মেপ্র/ইএম